বিগত ১৯ মে ২০২৬ তারিখে ঢাকা জেলার পল্লবী থানায় মামলার আব্দুল হান্নান মোল্লা এবং পারভিন আক্তারের শিশুকন্যা, রামিসা আক্তার(৮) ভয়াবহ ধর্ষণ ও হত্যাকান্ডের শিকার হয়। তারা পল্লবী থানাধীন ১১ নং সেকশনে ভাড়া থাকতেন। ঘটনার দিন ও সময়ে পারভিন আক্তার তার শিশুকন্যা রামিসাকে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে পাশের ফ্ল্যাটে তার এক পায়ের জুতা দেখতে পান।পরবর্তীতে রামিসার মার চিৎকারে আশেপাশের সকলে আসলে এজাহারকারী আব্দুল হান্নান মোল্লা দরজা ভেঙে প্রবেশ করলে দেখতে পান, শিশু রামিসাকে ধর্ষণ ও হত্যার পর দেহ খন্ডিত অবস্থায় খাটের নিচে রাখা হয়েছে এবং আসামী মোঃ সোহেল রানা ভিকটিমের হাত কেটে আলাদা করেন এবং যৌনাঙ্গ চাকু দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেন। পরে মৃতদেহ বাথরুম থেকে শয়নকক্ষে এনে খাটের নিচে রাখেন এবং মাথা বালতিতে লুকিয়ে রাখেন। আসামী সপনা খাতুনের পরামর্শে জানালার গ্রিল কেটে তার স্বামী আসামী সোহেল রানা পালিয়ে যায়।পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে স্বপনা খাতুনকে আটক করে এবং মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। শিশু রামিসার পিতা আব্দুল হান্নান মোল্যা ২০ মে ২০২৬ তারিখে ~~আনুষ্ঠানিক~~ভাবে ২০০০ সালের (সংশোধনী/২০০৩) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(২)/৩০ ধারা তৎসহ ১৮৬০ সালের পেনাল কোড এর ২০১ ধারায় মামলা দায়ের করেন এবং উক্ত তারিখে এস.আই অহিদুজ্জামান তদন্তভার প্রাপ্ত হন। আসামি সোহেল রানা বিজ্ঞ আদালতে স্বেচ্ছায় বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা আমিনুল ইসলাম জুনাইদ এর নিকট দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। পরবর্তীতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তকালে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রতিবেদন পর্যালোচনায় তিনি এজাহারে বর্ণিত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযুক্ত (১) মোঃ সোহেল রানা ও (২) মোছাঃ সপনা খাতুন এর বিরুদ্ধে পল্লবী থানার অভিযোগপত্র নং-২২৫, তারিখ: ২৩/০৫/২০২৬ ইং, ধারা: ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(২)/৩০ ধারা তৎসহ ১৮৬০ সালের পেনাল কোড এর ২০১/৩৪ ধারায় আদালতে দাখিল করেন।

শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা মহানগর, ঢাকা মামলার বিচারিক নথি প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ধারায় বিধিমোতাবেক অভিযুক্ত সোহেল রানা ও অভিযুক্ত স্বপ্না খাতুন এর বিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগ বিচার্থে আমলে গ্রহণ করেন এবং আসামী পক্ষে কোন আইনজীবী ওকালতনামা দাখিল না করায় বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে সলিসিটর অনুবিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ হতে জনাব মুসা কলিমুল্যাহকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট অত্র শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা মহানগর, ঢাকা অবকাশ বহিঃভূত রেখে অত্র ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম চলমান রাখার বিষয়ে আদেশ প্রচার করেন। তদপ্রেক্ষিতে ০১/০৬/২০২৬ তারিখে অত্র ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত সোহেল রানার বিরুদ্ধে শিশু রামিসাকে ধর্ষণ এবং ধর্ষণ পরবর্তী অন্যবিধ কার্যকলাপ অর্থাৎ ধারালো ছুরি দ্বারা ভিকটিম রামিসা আক্তারের দেহ থেকে মাথা কেটে আলাদা করে, রামিসা আক্তারের দুই হাত কাধ হতে কেটে আলাদা করে এবং ভিকটিমের যৌনাঙ্গ চাকু দিয়ে ঢুকিয়ে কেটে ক্ষতবিক্ষত করে রামিসার মৃত্যু ঘটিয়ে ২০০০ সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এর ৯(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠিত করায় তার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এর ৯(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ গঠন করেন; এবং অপর আসামী মোসাঃ স্বপ্না খাতুন উক্ত অপরাধ সংগঠনে সহায়তা করায় এবং অতঃপর পানি নিয়ে ধুয়ে পরিধেয় বস্ত্রসহ অন্যান্য আলামত বিনষ্ট করা হয় তখন তা প্রতিরোধ করার জন্য কোন প্রকার প্রদক্ষেপ না নিয়ে, দরজা খোলার জন্য অনেক চিৎকার অনুরোধ শোনার পরেও দরজা না খুলে ধর্ষণ ও হত্যাকান্ডে সহায়তা করায় এবং পরবর্তীতে তার স্বামী মোঃ সোহেল রানাকে জানালার গ্রিল ভেঙে পালিয়ে যেতে সহাতায় করায় অভিযুক্ত স্বপ্না খাতুন এর বিরুদ্ধে ২০০০ সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এর ৯(২) ধারার সাথে পঠিতব্য ৩০ ধারার অপরাধ তৎসহ ১৮৬০ সালের পেনাল কোড এর ২০১ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগ গঠন করেন।

বিচার পর্যায়ে রাষ্ট্রপক্ষে ১৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা সাপেক্ষে বিগত ০২/০৬/২০২৬ ইং রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত করা হয়। সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর গত ০৩/০৬/২০২৬ ইং তারিখ অভিযুক্ত (১) মোঃ সোহেল রানা ও (২) মোসাঃ স্বপ্না খাতুন দ্বয়কে দ্যা কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর এর ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হলে, তারা নিজকে নির্দোষ দাবী করেন এবং সাফাই সাক্ষ্য দিবেন না মর্মে বিজ্ঞ আদালতকে জানায়। অতঃপর উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবণের জন্য ০৪/০৬/২০২৬ ইং তারিখ নির্ধারিন করা হয় এবং উক্ত তারিখ যুক্তিতর্ক শ্রবণ শেষে আজ ৭ জুন, ২০২৬ তারিখে রায় প্রচারের জন্য ধার্য হয়।

পরবর্তীতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিজ্ঞ আদালত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করেন। আদালতে শিশু রামিসার পিতা আব্দুল হান্নান মোল্লা, মাতা পারভিন আক্তার, বড় বোন রাইসা আক্তার (নবম শ্রেণীর ছাত্রী) সহ অন্যান্য সকল সাক্ষী ঘটনার স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। এস.আই ইকবাল হোসেন এর নেতৃত্বে ১৯ মে, ২০২৬ তারিখ অনুমান ১২ টায় সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয় এবং উক্ত রিপোর্টে কনস্টেবল রোমা আক্তার সাক্ষর প্রদান করেন এবং সে মোতাবেক তারা আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন । ময়না তদন্ত প্রস্তুতকারী ডাক্তার নাশাত জাবীন আদালতে এসে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং ময়না তদন্ত রিপোর্ট আদালতে প্রদর্শিত হয়। পরবর্তীতে আসামী সোহেল রানার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিপিবদ্ধকারী বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা আমিনুল ইসলাম জুনাইদ আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদানকালে উল্লেখ করেন, তিনি বিধি মোতাবেক দোষস্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে আদালতে বলেন যে, আসামি সোহেল রানা স্বেচ্ছায় ও স্বর্তঃপ্রণোদিত হয়ে জবানবন্দি প্রদান করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস.আই অহিদুজ্জামান তার দাখিলকৃত তদন্ত রিপোর্ট এর স্বপক্ষে আদালতে এসে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং তিনিও বলেন আসামী স্বেচ্ছায় ও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদালতে জবানবন্দী প্রদান করেন। যুক্তিতর্ক শুনানী কালে রাষ্ট্রপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর নিবেদন করেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ মোট ১৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ, দালিলিক সাক্ষ্য, জব্দকৃত আলামত, ভিকটিমের সুরতহাল রিপোর্ট, ময়না তদন্ত রিপোর্ট সহ অন্যান্য জুডিসিয়াল কাগজাদি দ্বারা অভিযুক্ত (১) মোঃ সোহেল রানা ও (২) মোছাঃ স্বপ্না খাতুন এর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে এবং আসামীপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন আসামীরা সম্পূর্ণ নির্দোষ।

পরবর্তীতে আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক রেকর্ডকৃত সাক্ষীদের বক্তব্য, জব্দতালিকা সমূহ, সুরতহাল প্রতিবেদন, ময়না তদন্ত প্রতিবেদন, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মোতাবেক রেকর্ডকৃত অভিযুক্ত মোঃ সোহেল রানার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, সাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরা, বস্তু প্রদর্শনী সমূহ, মামলার সিডি এবং নথিতে থাকা অন্যান্য কাগজাদি পর্যালোচনা করেন।প্রসিকিউশন পক্ষ ঘটনার তারিখ, সময় ও ঘটনাস্থল সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে মর্মে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। অভিযুক্ত সোহেল রানার দোষ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর সহিত মামলায় অন্যান্য সাক্ষীর বক্তব্য, সুরতহাল প্রতিবেদন, ময়না তদন্ত রিপোর্ট এবং সর্বোপরী তদন্ত রিপোর্ট সমর্থন করেছে মর্মে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। এছাড়া সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, অভিযুক্ত স্বপনা খাতুন বিগত ১৯/০৫/২০২৬ ইং তারিখ সকাল ৯.৩০ ঘটিকা হতে ১১.৩০ ঘটিকার মধ্যবর্তী সময়ে তার এবং আসামী মোঃ সোহেল রানার ফ্ল্যাটে অবস্থান করছিলেন এবং উক্ত সময় কালে অভিযুক্ত মোঃ সোহেল রানা ভিকটিম রামিসা আক্তারকে আসামীদ্বয়ের ফ্ল্যাটের বাথরুমের ভিতর ধর্ষণ করেন এবং মৃত মনে করে ভিকটিম রামিসা আক্তারকে গলা কেটে হত্যা করার সময় ও লাশ গুম করার উদ্দেশ্যে ভিকটিমের পিতা, মাতাসহ অন্যান্য সাক্ষীদের ডাকাডাকি ও অনুরোধ সত্বেও ও ফ্ল্যাটের দরজা না খুলে এবং অভিযুক্ত মোঃ সোহেল রানাকে জানালার গ্রীল কেটে পালানোর

পরামর্শ ও দরজা না খুলে তাকে সহায়তা করেছেন অর্থাৎ উক্ত ঘৃণ্য অপরাধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে সহযোগীতা করেছেন।

বিজ্ঞ আদালত রায় প্রদানকালে রায়ের গর্ভে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপীল বিভাগ এর সিদ্ধান্ত ৫৬ ডিএলআর (এডি) ৮১, ৭১ ডিএলআর (এডি) ১৫, ১৩ বিএলসি (এডি) ৮১, ৪৪ ডিএলআর (এডি) ১০, ৫ বিএলসি (এডি) ৪২ এবং হাইকোর্ট বিভাগের রায় ৬৮ ডিএলআর (২০১৬) ১৫৫ সমূহ পর্যালোচনার পাশাপাশি ফৌজদারি ব্যবস্থায় প্রচলিত আইন, রীতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করেন। এছাড়া, রাষ্ট্রপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন কালে বলেন, অভিযুক্ত মোঃ সোহেল রানা এবং তার স্ত্রী স্বপ্না খাতুন এর ফ্ল্যাট হতে ভিকটিম রামিসা আক্তারের মাথা কাটা লাশ এবং বালতির ভিতর কাটা মাথা উদ্ধার করার বিষয়টি সাক্ষীদের বক্তব্য হতে প্রমাণিত। তিনি আরো বলেন, সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারার বিধান অনুযায়ী কোন বিশেষ ঘটনা যদি কেবল একজন ব্যক্তিরই জানা থাকে, তবে সেই ঘটনা প্রমাণের দায়িত্ব সেই ব্যক্তির উপর বর্তায়। বিজ্ঞ কৌসুলী এ সংক্রান্তে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত যা ৬৭ ডিএলআর (এডি) (২০১৫) ৫৪ এবং ০২ বিএলসি (এডি) (১৯৯৭) ১২৬ তে প্রকাশিত উল্লেখ করে বলেন, উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসামী মোঃ সোহেল রানা এবং ঘটনাস্থল থেকে ধৃত আসামী স্বপ্না খাতুন এর উপর আইনগত দায়িত্ব ছিল, ভিকটিম মৃত রামিসা আক্তার তাদের বসবাসকৃত ফ্ল্যাটে ধর্ষণ ও হত্যা হয়নি প্রমাণ করার।

বিজ্ঞ বিচারক রায়ের গর্ভে আলোচনা করেন, সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারার বিধানটি অত্র মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য এবং আলোচনার সুবিধার্থে আরো একটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন এবং সেটি হতে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য। সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারা অনুসারে ব্যাখ্যা প্রদানদালে বিজ্ঞ বিয়ারক মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত যা ৮ বিএলসি (২০০৩) ১৫১, ২১ বিএলডি (২০০১) ৪৬৫ এবং ৮ বিএলসি ৫৬১ তে প্রকাশিত সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করেন। অভিযুক্ত স্বপ্না খাতুন ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে প্রথমতঃ ধর্ষণ, দ্বিতীয়তঃ হত্যা কান্ড, তৃতীয়তঃ লাশ গুম করার চেষ্টা এবং সর্বপরি অভিযুক্ত সোহেল রানাকে জানার গ্রীল কেটে পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সহায়তা ও অপরাধের সাক্ষ্য প্রমাণ বিলোপ সাধনের অপরাধ করেছেন। আদালতের নিকট ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ভিকটিম রামিসা আক্তারকে ধর্ষণ ও ধর্ষণ পরবর্তীতে অন্যবিধ কার্যকলাপের মাধ্যমে ভিকটিমের মৃত্যু ঘটানো সাথে অভিযুক্ত মোঃ সোহেল রানা ও তাকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তার সাথে অভিযুক্ত স্বপ্না খাতুন জড়িত থাকার বিষয়টি পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য বিশ্লেষণে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়।

ধর্ষণ জাতীয় যৌন অপরাধের ক্ষেত্রে সাধারনতঃ প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী পাওয়া যায় না। এ কারণে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন মামলায় যেমন ১৩ বিএলসি (২০০৮) ২৭১, ৫১ ডিএলআর (১৯৯৯) ১৫৪ এ মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, ধর্ষণের ক্ষেত্রে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিও শাস্তি দেওয়া যাবে। উক্ত বিষয়ে আদালত মহামান্য সুপ্রিম কর্মরতের আপীল বিভাগের অন্যান্য সিদ্ধান্ত রায়ের গর্ভে পর্যালোচনা করেন। এছাড়া বিজ্ঞ আদালত কৃত অপরাধ এর গভীরতা বিশ্লেষণে শাস্তির অনুপাত সম্পর্কেও উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করেন।

পরিশেষে, সার্বিক বিবেচনায় বিজ্ঞ আদালত অভিযুক্ত সোহেল রানা (৩০) কে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ধারা ৯(২) ধারা মোতাবেক মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন এবং একই সাথে তাকে ৫,০০,০০০/= (পাঁচ লক্ষ) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করেন মর্মে উল্লেখ করেন। মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ৩৬৮ ধারায় বর্ণিত বিধান মোতাবেক দন্ডপ্রাপ্তকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত গলায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন।

অভিযুক্ত মোছাঃ স্বপ্না খাতুন (২৬) কে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ধারা ৯(২)/৩০ ধারা মোতাবেক মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন এবং একই সাথে তাকে ২,০০,০০০/= (দুই লক্ষ) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করেন। মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ৩৬৮ ধারায় বর্ণিত বিধান মোতাবেক দন্ডপ্রাপ্তকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত গলায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করেন।

মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী (১) মোঃ সোহেল রানা ও (২) মোছাঃ স্বপ্না খাতুন দ্বয়ের মৃত্যুদন্ডাদেশ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ফৌজদারী কার্যবিধির ১৮৯৮ এর ৩৭৪ ধারার বিধান অনুসারে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

এছাড়া, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ধারা ৯(৬) এবং ধারা ১৫ অনুযায়ী আসামীদের বিরুদ্ধে আরোপিত অর্থদন্ডের অর্থ অপরাধের শিকার ভিকটিম মৃত রামিসা আক্তার এর আইনগত উত্তরাধীকারকে প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন।

VOD Bangla VOD Bangla VOD Bangla VOD Bangla